# মাছ চাষের সহজপাঠ

সম্পাদনায়
মাকছুদ আলম খান
মোঃ আশরাফুল আলম
অভিষেক কান্তি বর্মন
খলিল আহমদ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

CamScanner

# মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ভাবনার একটি অন্যতম পদক্ষেপ ছিল ১৯৭৪ সালের ১৯ জুন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপন। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা, প্রয়োগিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ সেবা প্রদানসহ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ডিগ্রী প্রদান করছে। একাডেমীর অনেক ইনোভেশন কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছে। একাডেমীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অনেক সাধারণ মানুষ উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। বাংলাদেশের সকল জেলায় একাডেমী থেকে উদ্ভাবিত পানিশোধন সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রামের উন্নয়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মাধ্যমে সরকারের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। একাডেমী জামালপুর জেলায় শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এবং রংপুর জেলায় রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এছাড়া একাডেমী তিনটি জেলায় কৃষিজমি রক্ষার্থে সমবায়ভিত্তিক বহুতলবিশিষ্ট স্বল্পমূল্যে স্বল্প খরচে নির্মিত পল্লী জনপদ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

একাডেমী বাইশটি ট্রেডে অর্থাৎ প্লাম্বিং, ইলেক্ট্রনিক্স, পশুপালন, মৎস্য পালন, হর্টিকালচার, আউটসোর্সিং এবং নার্সারিসহ বিভিন্ন ট্রেডে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় কৃষিক্ষেত্রে যে ব্যাপক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হয়েছে তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য একাডেমী বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগিক গবেষণা কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃজনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ যেন বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সুফলগুলো গ্রহণ করে উদ্যোক্তা হতে পারে সে লক্ষ্যেই মাছ চাষের জন্য "মাছ চাষের সহজপাঠ" প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ যেন সহজভাবে মাছ চাষ সম্পর্কে জানতে পারে সে উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ। এ বইটি একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মাকছুদ আলম খান, সহকারী পরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম এবং সহকারী পরিচালক অভিষেক কান্তি বর্মন সম্পাদনা করেছেন। বইটিতে সম্পাদনার কাজে আমাকেও মনোনিবেশ করতে হয়েছে। এই বইটি সাধারণ মানুষের কাজে আসলে আমাদের উদ্যোগ সফলতা অর্জন করবে। বইটি একাডেমীতে মাছ চাষ সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

**খলিল আহমদ**
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

CamScanner